গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০-১১৫

তারিখ : ১৫ শ্রাবণ ১৪২৭ / ৩০ জুলাই ২০২০

বিষয়ঃ জুন, ২০২০ এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার জুন, ২০২০ এর কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সংগে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) -এ প্রশাসন-৩ শাখায় ১৩.০৮.২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ সভার কার্যবিবরণী

30.07.2020

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২-৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইলঃ admin3@ssd.gov.bd

বিতরণঃ

সুরক্ষা সেবা বিভাগঃ

১. অতিরিক্ত সচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. উপসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. উপপ্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৫. সিনিয়র সহকারী সচিব ....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৭. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ; এবং
৮. সহকারী সচিব................(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা এবং
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০-১১৫

তারিখ : ১৫ শ্রাবণ ১৪২৭ / ৩০ জুলাই ২০২০

অনুলিপিঃ

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির জুন, ২০২০-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ২১ জুলাই ২০২০, বেলা : ১১.০০ টা
স্থান : সুরক্ষা সেবা বিভাগ (জুম অনলাইন)
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (ফেব্রুয়ারি,২০২০) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।	ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ):**		
	নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ জুন, ২০২০** ক্র. / গৃহীত কার্যক্রম / পরিসংখ্যান ১. আলোচনা সভা — ২৫৪টি ২. মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার — ৫টি ৩. মাদকবিরোধী অভিযান — ৩,৫৬১টি ৪. মামলার সংখ্যা — ৮১৭টি ৫. আসামির সংখ্যা — ৮৭১জন ● ২৫০টি কিয়স্ক কেনা হয়েছে, এখনো ডেলিভারি নেয়া হয়নি।	● মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; ● সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, সাইনবোর্ড, এলইডিবিলর্বোড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; ● দেশের সকল কারাগারে এলইডি বিলবোর্ড-এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; ● জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়ার চাহিদা অনুযায়ী সচিবালয়ের সামনে স্থাপিত এলইডি বোর্ডখানা সরিয়ে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে সুবিধাজনক স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ● টাপেন্টডল (Tapentdol)-কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর 'খ' শ্রেণির তফসিলভূক্ত মাদকদ্রব্য হিসেবে সিডিউলভূক্ত করে ৮ জুলাই, ২০২০ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে। টাপেন্টডল (Tapentdol)-এর বিরুদ্ধে অভিযান কার্যক্রম জোরদার করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ • "১৮.০৩.২০২০ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। • সংশোধিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। • ১২.১২.১৯ তারিখে পিআইসি এবং ১৮.০২.২০২০ তারিখে পিএসসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম ব্যতীত অবশিষ্ট ৩টির ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। • বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। • কুমিল্লা ও কক্সবাজার ব্যতিত ৬টি জেলায় ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। • ৬২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • লাইসেন্স পারমিট ফিস ও মাদক শুল্ক বিধিমালা অধিদপ্তরের ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান । • ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ এর নিকট ২৫.০৯.২০১৯ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। হয়েছে।	• কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা; • মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা; • ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো সম্পন্ন করা হয়নি; এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • লাইসেন্স পারমিট ফিস ও মাদক শুল্ক বিধিমালা, অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা। • কুমিল্লা ও কক্সবাজার-এর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য দ্রুত ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা; • ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ এর সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করা। • যে সকল জেলায় বেসরকারি পযায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই সে সকল জেলায় বেসরকারি পযায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার আথিকভাবে স্বচ্ছল উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পূর্বাচল ও কক্সবাজার এ জমি দেখা হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে।	• ডিএনসি ও ডিআইপি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে যৌথভাবে জমি অনুসন্ধানপূর্বক জমি নির্বাচন করা; • প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**

<table>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
• এ অধিদপ্তরে ৪৯টি গাড়ি সংগ্রহের সাথে ০৭(সাত)টি অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজি, ডিএনসি জানান, আর কোনো অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন নেই। তাই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত বলে গণ্য করা যায়।</td><td>বাস্তবায়িত</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :</td></tr>
<tr><td></td><td>• নির্দেশনা-১ : সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।
• এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২০ সময়ের অভিযান নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>এপ্রিল, ২০২০</td><td>৭৪৪</td></tr>
<tr><td>মে, ২০২০</td><td>২,৮২৭</td></tr>
<tr><td>জুন, ২০২০</td><td>৩,৫৬১</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>৭,১৩২</td></tr>
</table>
• ০১.০৭.২০১৯ হতে ৩১.০১.২০২০ তারিখ পর্যন্ত ২টি বার লাইসেন্স এর আবেদন পাওয়া গেছে।
• ২টির মধ্যে ১টি “প্রিমিয়ার হোটেল কোম্পানী লি: এর অধীন রেনেসাঁ হোটেল গুলশান, ঢাকাকে ৩০,১২,২০১৯ তারিখে বার লাইসেন্সের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
• অপরটি গ্রীন সিটি কমপ্লেক্স, রুপপুর পারমানবিক কেন্দ্র, ঈশ্বরদী (বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন) এর অনুকূলে বার লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে স্থাপনা ও অবকাঠামোর তৈরি না থাকার কারণে বার লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।</td><td>• সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা;
• সীসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাইপূর্বক ফলাফল এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখা;
• চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা;</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>বাস্তবায়িত</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।
• বিবেচ্য মাসে ১০টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান ও ৫৬টি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।</td><td>• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরুপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
• মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</td><td>• মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠানের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভারত, মিয়ানমার এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।</td><td>বাস্তবায়িত</td><td></td></tr>
</table>

২.২	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :**		
	নির্দেশনা-১ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • ১৪.১১.২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকল্পের অংগসমূহ এবং অংগভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনা করে তা যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্যামস্টেক উইং এর যুগ্মপ্রধানকে আহবায়ক করে আইএমইডি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ০১.০৩.২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। • ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	• দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি পুণর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় খাতে ২৪৮ কোটি ২১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	• আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। • ১৬.০১.২০২০ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • গত ২৩.০১.২০২০ তারিখে চাহিত তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • UNDP-এর প্রতিনিধিগণের সাথে এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন বিষয়ক ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • 'ফায়ারফাইটার' নামকরণ-এর চাহিত তথ্যাদি ১০.০৬.২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।	সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • সাংগঠনিক কাঠামোতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার পদ অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাবনা রয়েছে।	• প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সমন্বয়ে রিসার্চ উইং গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। • ২২৪টি পদ সৃজনের সম্মতির জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক গত ২৩.১২.২০১৯ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করে। • পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে গত ১৬.০১.২০২০ তারিখে ২য় বার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। • ৩য় বার প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।	• অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • প্রশিক্ষিত ৪৪ হাজার ভলান্টিয়ার নিয়ে বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে সমাবেশ করা, ভাতা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • ডুবুরির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। • প্রতিটি জেলায় সরকারি জলাশয়/পুকুরের পানি যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ কর্তৃক অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহার করা যায় সে জন্যে পুকুর ও জলায়শের অবস্থান অনুসন্ধানপূর্বক কোন স্টেশনের ফায়ারম্যান কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করবে তা এলাকাভিত্তিতে জরিপ করে ম্যাপিং করার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা। • কতগুলো ফায়ার ফ্লট সচল আছে তার পরিসংখ্যান আগামী সভায় উপস্থাপন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। • পূর্তকাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক জনবল নিয়োগ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। • উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।	• চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা ।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। • গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে।	**ত্রিশাল ও নান্দাইল - বাস্তবায়িত** • গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। • ধর্মপাশার পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে • দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৩৫% সম্পন্ন। • তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৪০% সম্পন্ন হয়েছে।	• ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।	**বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত** • তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। ● ১৭.০২.২০২০ তারিখে গণপূর্ত বিভাগের নিকট জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	● চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। ● রাজারহাট ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে ● রাজিবপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে। ● ফুলবাড়ী, ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ● রাজারহাট ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।	● ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনসমূহের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন স্থাপন। ● **টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত** ● কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে।	● গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা।	**বাস্তবায়িত**	
	উদ্বোধনী কার্যক্রম ১. নবীনগর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া **২.** রাজনগর-মৌলভীবাজার **৩.**মোহনপুর-রাজশাহী ৪. রাণীনগর-নওগাঁ **৫.** নাচোল-চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৬. আটঘরিয়া-পাবনা ৭. আশাশুনি-সাতক্ষীরা ৮. কলারোয়া-সাতক্ষীরা **৯.**করিমগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ, **১০.** জাজিরা-শরিয়তপুর **১১.** বারহাট্টা-নেত্রকোণা ১২. হিজলা-বরিশাল ১৩. বিশ্বম্ভরপুর-সুনামগঞ্জ	● যেসকল প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে সেগুলো উদ্বোধনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	**বাস্তবায়নকারী : মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা পরিষদের পুকুর উপজেলা পরিষদের পুকুর এবং অন্যান্য পুকুরের পানি অগ্নি নির্বাপণ কাজে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।			
২.৩	**কারা অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : **কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** ● ২১(একুশ) জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● কেরানীগঞ্জ মহিলা কারাগারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	● বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দির মুক্তির বিষয়ে কনসেপ্ট পেপার/কৌশল পত্র প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। ● ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর সমাপ্তকৃত মহিলা কারাগারে মহিলা কারাবন্দি স্থানান্তর কার্যক্রমের আনষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করে স্থানান্তর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করা ● কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগারের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। শীঘ্রই বন্দি স্থানান্তর করে কারাগারের প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	• কেরানীগঞ্জ মহিলা কারাগারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। • নরসিংদী জেলা কারাগারের নির্মাণকাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।	• নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পটি ০৩.০৯.২০১৯ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০.০১.২০২০ তারিখে জিও জারি হয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু করা। • নরসিংদী জেলা কারাগার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • সকল জরাজীর্ণ কারাগারসমূহকে একসাথে করে এগুলো মেরামতের জন্য ১টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা।	
	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • প্রকল্পের ডিপিপি ১৫.৭.২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়নি বিধায় পুনরায় কারা অধিদপ্তরকে ২৮তারিখে ২০২০.০৬. পত্র দেয়া হয়েছে।	• পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে প্রেরণ করা। • প্রত্যেক কারাগারে অন্তত ১টি করে অ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • ডিপিপি ১৮.০৩.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়েছে।	• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করা। • শীঘ্রই পিএসই সভার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • বর্তমানে (১২১+৮)=১২৯ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছে।	• কারাগারসমূহে একক ডাক্তার ইউনিট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেডিকেল ইউনিট গঠনের বিষয়ে Concept Paper প্রস্তুত কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। • ২৯.০২.২০ তারিখে মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ১৮৭৯ জন।	• উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**
	নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। • কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব গত ২৪.০৬.২০২০ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • সে অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের কাজ চলছে।	• পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।**
	নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	• কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

মোট কারারক্ষী	প্রশিক্ষণ গ্রহণকরী	চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	অবশিষ্ট
৮,৩৪৩	৩,৮৫৩		৪,৪৯০

	নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। • সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রুল নং ৫৪৬(কন)/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে। মামলা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	• মামলা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটর করা, তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।) • বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন চলমান।	• বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • কয়েদি কর্তৃক তাদের উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশ যেন তাদের হিসাব নম্বরের বিপরীতে জমা থাকে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী খরচের জন্য চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং অবশিষ্ট টাকার হিসাব যেন তার কাছে জমা থাকে সে জন্য চেকে টাকা উত্তোলনের সংস্থান রেখে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা।.	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ। • 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ' প্রকল্পে ০২টি স্কুল বাস অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। গাড়ি ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারকে NOA প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই গাড়ি সরবরাহ পাওয়া যাবে।	**বাস্তবায়িত**	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ। • অর্গানোগ্রাম এবং পদ সৃজনের পত্র এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • কারা অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগবিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। • কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।	• যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। • মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে 'মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত**	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।	• কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: • কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি-এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	• মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৮.১২.১৯ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।	জন্য মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখা; • কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা; • বন্দিদের কাউন্সিলিং-এর জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়নের ব্যবস্থা করা।	
	প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। • একটি প্রকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কারা মহাপরিদর্শক এর নিকট দাখিল করার জন্য কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	• কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। • প্রল্পের মেয়াদ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৪০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • ইউনিফর্মড ১০ স্তরের ১৬ ক্যাটাগরি পদ এবং নন-ইউনিফর্মড ৭ স্তরের ১২ ক্যাটাগরি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করার সংশোধিত প্রস্তাব এবং কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা-২০১১ ও ২০১৭ সংশোধন পূর্বক নতুন নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করার জন্য প্রজ্ঞাপনসহ প্রস্তুতকৃত খসড়া নিয়োগ বিধিমালার উপর অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১.১১.২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১০ : বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। • ''ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।	• 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১১ : কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন করা। • মোবাইল ফোনে কথা বলার পাইলট প্রকল্প স্বজন দেশের সকল কারাগারে প্রবর্তনের জন্য ৪৯৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	• দেশের সকল কারাগারে প্রিজন লিংক স্থাপনের প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা। • প্রিজন লিংক এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর সুবিধা রাখা যায় কিনা এ মর্মে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	উদ্বোধনী কার্যক্রম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২টি স্থাপনা উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে;যথাঃ "কেরানীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার" ও "কারাগারের ইতিহাসে প্রথম স্থাপিত এলপিজি স্টেশন"।	•	
২.৪	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। •৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ২টি স্থল বন্দরে মোট ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন-২ এ প্রাথমিকভাবে ৯টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। •বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস আগারগাঁও, সিলেট, খুলনা , মনসুরাবাদ চট্রগ্রাম, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মুন্সিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, পাঁচলাইশ, চটগ্রাম, যশোর, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নরসিংদী যাত্রাবাড়ী, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গোপালগঞ্জ, উত্তরা, পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম চালু করা হয়েছে । •ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে। •ই-ভিসা ও ই-টিপি চালুকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক Technical Committee গঠন করা হয়েছে।	•ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; •ভূ-গর্ভস্থ্য বৈদ্যুতিক ৮০০ কেভিএ ক্যাবল স্থাপনের জন্য খননের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে রাজউক-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা। •e-Gate Software Installation-এর অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। •কোভিড-১৯ এর উদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যেও দেশে-বিদেশে আবেদনকারীদের স্তুপিকৃত পাসপোর্ট-এর জট কমানো এবং বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস আগারগাঁও, সিলেট, খুলনা , মনসুরাবাদ চট্রগ্রাম, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মুন্সিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, পাঁচলাইশ, চটগ্রাম, যশোর, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নরসিংদী যাত্রাবাড়ী, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গোপালগঞ্জ, উত্তরা, পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম চালু করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। • কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান।	**বাস্তবায়িত**	---
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের লক্ষ্যে উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । • রাজউকের পূর্বাচল প্রকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক প্লট চেয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	•ডিএনসি ও ডিআইপি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে যৌথভাবে জমি অনুসন্ধান করা; •প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা :		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	---

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	বাস্তবায়িত	---
	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	বাস্তবায়িত	---
	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে।	বাস্তবায়িত	---

৩। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০/৯/২০

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ